দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম

কোচিং নীতিমালা না মানলে কঠোর ব্যবস্থা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা জারি করেছে সরকার। গতকাল বুধবার বিকালে এ নীতিমালা জারি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত এ নীতিমালায় বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কোন শিক্ষক কোচিং করাতে পারবেন না। তবে ওই সময়ের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। নীতিমালা না মানলে অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্তসহ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়া হবে বলে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

- শিক্ষক বরখাস্তসহ প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দেয়া হবে
- অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ দশজনকে পড়ানো যাবে, তবে অভিভাবকরা চাইলে নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে নিজ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া যাবে

নীতিমালায় আরো বলা হয়, আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অন্য প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে শুধুমাত্র অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে মেট্রোপলিটন শহরে মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা, জেলা শহরে ২০০ টাকা ও উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০ টাকা করে রশিদের মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা যাবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান বিবেচনায় এ হার কমাতে বা মওকুফ করতে পারবেন। একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রাপ্ত ফি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়ন্ত্রণে একটি আলাদা ভহবিলে জমা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সহায়ক কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ ১০ শতাংশ অর্থ রেখে বাকি টাকা নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অতিরিক্ত ক্লাস পরিচালনার জন্য এর বাইরে অতিরিক্ত অর্থ

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কোচিং নীতিমালা

২৪ পৃষ্ঠার পর

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। এছাড়া এ খাতের অর্থ কোনভাবেই অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না।

নীতিমালায় বলা হয়েছে,সরকারি;বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কোচিং করাতে পারবেন না। তবে তারা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে পূর্বানুমতি সাপেক্ষে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের সীমিতসংখ্যক (১০ জনের বেশি নয়) শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা (রোল, শ্রেণী উল্লেখসহ) জানাতে হবে। এছাড়া, কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন কোচিং সেন্টারে নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবেন না, বা নিজে কোন কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারবেন না। এছাড়া কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে পারবেন না। কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং-এ উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করতে পারবেন না। এমনকি কোন শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন/প্রচারণা চালাতে পারবেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি কোচিং বাণিজ্য রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় প্রচারণা চালাবেন। নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

নীতিমালা বাস্তবায়নে মনিটরিং কমিটি

'কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালা ঠিক মতো বাস্তবায়ন হচ্ছে কীনা তা মনিটরিংয়ের জন্য পৃথক তিনটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। মেট্রোপলিটন/বিভাগীয় এলাকায় ৯ সদস্য বিশিষ্ট, জেলা এবং উপজেলায় ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক এ কমিটি গঠন করা হয়। মেট্রোপলিটন/বিভাগীয় এলাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) কমিটির সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হবেন সদস্য সচিব। এছাড়া সদস্য হিসাবে থাকবেন জেলা প্রশাসক মনোনীত প্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার মনোনীত সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ, বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ, বেসরকারি মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ, সরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক এবং বেসরকারি কলেজের একজন প্রধান শিক্ষক। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার মনোনীত একজন অভিভাবকও সদস্য হিসাবে থাকবেন।

জেলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সভাপতি, জেলা শিক্ষা অফিসার সদস্য সচিব এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সদস্য সচিব হবেন। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ এবং অভিভাবক সদস্য হিসাবে থাকবেন।

নীতিমালা না মানলে যেসব শাস্তি

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার এমপিও স্থগিত, বাতিল, বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওবিহীন কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এমপিওবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত; বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সরকার পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়াসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি, অধিভুক্তি বাতিল করতে পারবে।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়ালে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর অধীনে অসদাচরণ হিসাবে গণ্য করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যে কারণে নীতিমালা

নীতিমালার ভূমিকায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক শ্রেণীর শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোচিং পরিচালনা করে আসছে। এটি বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের সাথে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। যা পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকগণ হিমশিম খাচ্ছেন। এছাড়া অনেক শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কোচিং-এ বেশি সময় ব্যয় করছেন। এ ক্ষেত্রে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি এবং হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকার এ নীতিমালা জারি করেছে।

'চাকরি জাতীয়করণের আগে কোচিং বন্ধ নয়'

শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা ও চাকরির কোন নিরাপত্তা নেই- এমন অভিযোগ করে বেসরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ। সেই সঙ্গে তারা বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের আগে প্রাইভেট কোচিং বন্ধ না করার দাবি জানান। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংগঠন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে সংগঠনের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, প্রচলিত স্কেলে শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট, মেডিকেল ভাতা দেয়া হচ্ছে না। শিক্ষকদের একশ' টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়া হয়, যা অমানবিক ও অমর্যাদাকর। এ অবস্থায় শিক্ষকদের প্রাপ্য সুবিধা বৃদ্ধি না করে সরকারের প্রাইভেট কোচিং বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৫ অক্টোবর ঢাকায় শিক্ষক মহাসমাবেশ

চাকরি জাতীয়করণের দাবি ৩০ জুনের মধ্যে পূরণ না হলে ১ জুলাই থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময়, ১৬ থেকে ২৬ জুলাই সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়, ২৭ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক ঘণ্টা কর্মবিরতি, ১১ সেপ্টেম্বর সকল উপজেলায় ও ১৬ সেপ্টেম্বর সকল জেলা সদরে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনশন, ১৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় মহাসমাবেশের প্রস্তুতি এবং ৫ অক্টোবর ঢাকায় শিক্ষক মহাসমাবেশ।

সম্মেলনে সংগঠনের যুগ্ম কো-চেয়ারম্যান মাওলানা মো. দেলোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত মহাসচিব মো. জাকির হোসেন, অধ্যাপক শফিকুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।